দূষণমুক্ত অর্থনীতির পথে এগোতে হলে পরিবেশ রক্ষার সঙ্গে জীবিকাকে মেলাতে হবে, এমনই মত বিশেষজ্ঞদের

রাষ্ট্রপুঞ্জ এবং ভারতের পূর্বাঞ্চল ও উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির সরকারি আধিকারিক, বাণিজ্যিক প্রতিনিধি ও বিশেষজ্ঞরা আলোচনা করলেন টেকসই উন্নয়নের বিষয়ে। কলকাতায় টিইআরআই আয়োজিত পরামর্শমূলক ওয়ার্কশপে এই আলোচনা হয়।

কলকাতা, ২৬ আগস্ট: ইনক্লুসিভ গ্রিন ইকনমিস, এই বিষয়ের ওপর পূর্বাঞ্চলীয় পরামর্শমূলক ওয়ার্কশপ শুক্রবার হয়ে গেল কলকাতায় । ওয়ার্কশপে বিশেষজ্ঞরা যে বিষয়ের ওপর জোর দিলেন তা হল, সব ধরনের অর্থনৈতিক ও পরিবেশ রক্ষার কাজকর্মে, মানুষের জীবিকাকে জড়িয়ে নেওয়ার দরকার রয়েছে।

এই আঞ্চলিক ওয়ার্কশপ ছিল সিরিজের চার নম্বর। পূর্ব ও উত্তর পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলি থেকে বিশেষজ্ঞ এবং পরিবেশ ও উন্নয়নে স্বার্থ জড়িত রয়েছে এমন লোকেরা আলোচনায় অংশ নেন। পরিবেশ রক্ষার সঙ্গে জীবিকা মেলানোর সমস্যা সমাধানে উপজাতীয় স্তরে কী ধরনের নীতি ও কোন ধরনের উপায় কাজে লাগানো দরকার, সেসব বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা হয়। পার্টনারশিপ ফর অ্যাকশন অন গ্রিন ইকনমি (পিএজিই) উদ্যোগের অধীনে এই ওয়ার্কশপের আয়োজন করেছিল দ্য এনার্জি অ্যান্ড রিসোর্স ইনস্টিটিউট (টিইআরআই)।

তিনটি মূল বিষয়ে এই আলোচনা কেন্দ্রীভূত ছিল —কৃষি, জীবনযাত্রা ও নমনীয়তা, বাস্তুতন্ত্র, জীববৈচিত্র ও জলবায়ু পরিবর্তন, খনি ও খনন সংক্রান্ত। বিভিন্ন রাজ্যের প্রবীণ আধিকারিক ও রাষ্ট্রপুঞ্জের বিভিন্ন এজেন্সির প্রতিনিধিরা ওয়ার্কশপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এই অংশে আলোচনার পরিচালক ছিলেন টিইআরআই—এর বিশিষ্ট ফেলো ডক্টর প্রদীপ্ত ঘোষ।

জীবনশৈলিতে ব্যবহারের জগতে বদল আনার লক্ষ্যে বিহার সরকারের প্রধান সচিব,পরিবেশ, দীপক কুমার সিং বলেন, 'নীতিগত স্তরে কৌশল নির্ধারণ করাটা গুরুত্বপূর্ণ। তবে এমন সব কৌশল নেওয়ার দরকার রয়েছে যা সাধারণ মানুষ বুঝতে পারবেন।' তিনি এমন ভাষাও ব্যবহার করার বিষয়ে গুরুত্ব দেন যে ভাষা সাধারণ মানুষ বুঝতে পারবেন। এবং বলেন, শুধুমাত্র অর্থনীতিবিদরা বোঝেন এমন ভাষা ব্যবহার করলে চলবে না।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবেশ দপ্তরের প্রধান সচিব প্রভাত কুমার মিশ্র ২৪ পরগনার কৃষিজীবীদের জীবনযাত্রার ওপর ভিত্তি করে নির্মিত একটি শর্ট ফিল্ম দেখান। সুন্দরবনের কাছে হওয়ায় ওই এলাকা খুবই সমস্যাসঙ্কুল এবং ভূগর্ভস্থ জলে নুনের পরিমাণ বেড়ে চলায় ওই এলাকা সমস্যার মধ্যে রয়েছে। ফলে সেচের পরিকাঠামো সংক্রান্ত কর্মসূচি, শস্যের মানচিত্র তৈরি করার জন্য স্থান—সংক্রান্ত উপকরণ কাজে লাগানো এবং এসবের রাজনৈতিক অর্থনীতিক গুরুত্ব —এসবকিছুকে মিলিয়ে দেখার ওপর জোর দেন শ্রী মিশ্র। এছাড়া মহিলাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে কাজে লাগিয়ে জীবিকায় বৈচিত্র আনার যে সুযোগ রয়েছে সেটাও এই অঞ্চলের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ বলে তিনি মন্তব্য করেন।

সিকিম সরকারের পরিবেশ দপ্তরের প্রধান সচিব মুকুন্দ শ্রীবাস্তব যে বিষয়ের ওপর জোর দেন তা হল, বাস্তুতন্ত্র সংক্রান্ত পরিষেবার বিনিময়ে অর্থ দিয়ে 'হারিেয় যাওয়া বাজারগুলি'কে ফের সচল করা এবং পরিবেশকে টিকিয়ে রাখার কাজে উৎসাহ দেওয়ার ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন করা।

জীবিকা নিয়ে উদ্বেগের বিষয়টিকে আলোচনার কেন্দ্রস্থলে রেখে ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেসনের সিনিয়র স্পেশালিস্ট ডক্টর ক্রিস্টিনা মার্টিনেজ যে বিষয়ে জোর দেন তা হল, ভারতে ভবিষ্যতে জীবিকার ক্ষেত্রে বিপদ ঘনিয়ে তুলতে পারে জলবায়ু পরিবর্তন। তাছাড়া সুরক্ষিত নয় এমন পেশায় নিযুক্ত গোষ্ঠীর মানুষদের জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে নিজেদের বাসভূমি থেকে উৎখাত হওয়ার সম্ভাবনার কথাও বলেন তিনি। এর আগের

ওয়ার্কশপে তিনি বলেছিলেন, আইএলওর একটা রিপোর্টে দেখানো হয়েছে যে, ভারতে ৭৪ শতাংশ কাজই 'সুরক্ষিত নয়'।

ওয়ার্কশপে উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির সরকারি আধিকারিকরা উপস্থিত থাকায় উত্তর পূর্ব ভারতের সমস্যা নিয়েও আলোচনা হয়।

ওয়ার্কশপে তাঁর ভাষণে সিকিম সরকারের মুখ্য সচিব অলোক কুমার শ্রীবাস্তব বলেন, 'পর্যটনের মতো ক্ষেত্রগুলিতে জাতীয় নীতি নির্ধারণের আগে রাজ্য সরকারগুলির সঙ্গে মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ বিষয়ে পরামর্শ করতে হবে। কারণ পর্যটনের বিষয়টি শুধুমাত্র রাজ্য সরকারের বিষয় নয়, বরং পাহাড়চূড়া, অরণ্য ইত্যাদি নিয়ে স্থানীয়দের অনুভূতিও জড়িয়ে রয়েছে।' এবিষয়ে কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন হওয়া দরকার বলে তিনি মনে করেন। পাশাপাশি এটাও তাঁর অভিমত যে, দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন সংক্রান্ত ধারণার বিষয়গুলিকেও ভুলে গেলে চলবে না।

তিনি বলেন, 'পর্যটন প্রসারের নামে পাহাড়ে অনেক অপ্রয়োজনী পরিকাঠামোগত সম্পদ তৈরি করা হয়েছে। এগুলি জলবায়ুর পক্ষে ক্ষতিকর। কারণ এসব নির্মাণ নতুন ভূতাত্ত্বিক স্তর গঠনে বাধা দেয় এবং ওই এলাকার মূলবাসীদের ঐতিহ্য ও অনুভূতির ওপরও প্রভাব ফেলে। '

নাগাল্যান্ডের চিফ কনজার্ভেটর অফ ফরেস্টস সুপঙ্গনুকশি আইয়ার এই বিষয়ের ওপর জোর দেন যে, নাগাল্যান্ডে প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা করার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন করতে গেলে সাধারণ মানুষকে শিক্ষিত করতে হবে এবং তাঁদের মধ্যে গভীর দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তুলতে হবে।

ফেডারেশন অফ ইনডাস্ট্রি অ্যান্ড কমার্স ফর নর্থ ইস্টার্ন রিজিয়ন—এর ট্যুরিজম কমিটির চেয়ারম্যান ভাস্কর কাকোতি যে বিষয়ে জোর দেন তা হল, কৃষি নীতির ক্ষেত্রে 'কৃষকের

সামাজিক স্বীকৃতি'কে গুরুত্ব দিতে হবে। এবং জীবিকার ক্ষেত্রে ছাপ রাখতে পারে এমন উন্নয়ন ঘটাতে হবে। কৃষকেরা সম্প্রদায়গত ভাবে যে দুর্বল, সেই বিষয়টিও নজরে রাখতে হবে বলে জোর দেন শ্রী কাকোতি।

আইআইটি ধানবাদের অধ্যাপক সতীশ সিনহা এই বিষয়ে জোর দেন যে, খনি ও খনি সংক্রান্ত বিষয়ে সবুজ অর্থনীতিই শিল্পের আরও সমৃদ্ধি ঘটাতে পারে এবং শিল্পের স্বার্থেই সবুজ অর্থনীতির সঙ্গে মানিয়ে চলতে হবে।

আলোচনায় সিকিম, নাগাল্যান্ডের মতো পাহাড়ি রাজ্যগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে গ্রিন বোনাস দাবি করে। কারণ তাদের রাজ্যের বেশির ভাগ এলাকা বনাঞ্চল এবং বনাঞ্চলের জমি পরিকাঠামো ভিত্তিক প্রকল্পের জন্য ব্যবহার করা যায় না। বিহার, ছত্তিসগড়, পশ্চিমবঙ্গের মতো সমতলের রাজ্যগুলি নিজ নিজ এলাকায় যত বেশি বনাঞ্চল বৃদ্ধি পাবে সেই অনুপাতে আর্থিক ইনসেনটিভের দাবি পেশ করে।

আলোচনায় উঠে আসে এই বিষয়টি যে, অর্থনৈতিক উন্নয়নে জীবিকার সমস্যাকে জড়িয়ে নিতে হবে এবং ভাবতে হবে পরিবেশ রক্ষার ইস্যুকেও। দুটি বিষয়ই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখন যে সব উন্নয়ন প্রকল্প চালু রয়েছে, তাতে পরিবেশ দপ্তরের ছাড়পত্র পাওয়ার জন্য প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাবের হিসাবনিকাশ একটা বাধ্যতামূলক প্রক্রিয়া। আলোচনায় একথা উঠে আসে যে, এই প্রক্রিয়ার সংস্কার দরকার এবং বাস্তুতন্ত্র পরিষেবা—ভিত্তিক পরিকল্পনা রচনায় অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া দরকার। জীবিকার ক্ষেত্রে এই ধরনের পরিকল্পনার দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব কী এবং এসব বিষয়ে নজরদারির জন্য কী ধরনের ব্যবস্থা থাকা দরকার তা নিয়েও আলোচনা হয়েছে।

পিএজিই উদ্যোগের অধীনে, পাঁচটি আন্তর্জাতিক এজেন্সি বিভিন্ন জাতীয় সরকারের সঙ্গে একযোগে কাজ করছে। এগুলি হল, ইউএন এনভায়রনমেন্ট (ইউএনই), ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেসন (আইএলও), ইউএন ইনডাসট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেসন

(ইউএনআইডিও), ইউএন ইনস্টিটিউট ফর ট্রেনিং অ্যান্ড রিসার্চ (ইউএনআইটিএআর) এবং ইউএন ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (ইউএনডিপি)। প্রকল্পের কাজ কতটা এগোল তার হিসাব নিকাশ করে টিইআরআই। এই সংস্থা ভারতে উদ্যোগগুলির অংশ। এখনও পর্যন্ত এই সংস্থা উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের জন্য আঞ্চলিক পরামর্শমূলক ওয়ার্কশপের আয়োজন করেছে। তাছাড়া দিল্লিতে করেছে জাতীয় স্তরের পরামর্শ।

ভারতের মতো বৈচিত্রপূর্ণ দেশের ক্ষেত্রে পরামর্শমূলক প্রক্রিয়ার ওপর জোর দিয়েছেন ডক্টর ঘোষ। তিনি বলেন, পরামর্শমূলক প্রক্রিয়ার ওপর জোর দেওয়া দরকার এজন্য যে এথেকেই আসে সামাজিক ন্যায় ও পরিবেশ সংরক্ষণ। তিনি বলেন, ‘সরকারি সংস্থাগুলির সঙ্গে এবং উন্নয়নে যাদের স্বার্থ জড়িত তাদের সঙ্গে আলোচনা করা দরকার যাতে করে প্রকল্প রূপায়নের উপায়সমূহ, প্রকল্প রূপায়নে বাধা, এবং সুযোগগুলিকে চিহ্নিত করা যায়। পরামর্শ করে এগিয়ে যাওয়ার এই প্রক্রিয়ার লক্ষ্য হবে, সম্ভাব্য কার্যকলাপের এলাকাগুলির জন্য উদ্দেশ্যসাধনের উপায়গুলিকে চিহ্নিত করা। ’

টিইআরআই সম্পর্কে

দ্য এনার্জি অ্যান্ড রিসোর্স ইনস্টিটিউট (টিইআরআই) একটি স্বাধীন, বহুমুখী সংগঠন। এই সংস্থা গবেষণা করে, নীতি নির্ধারণ করে, পরামর্শ দেয় এবং প্রকল্প কার্যকর করে। শক্তি, পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন বিষয়ে চার দশকেরও বেশি সময় ধরে নানা আলোচনা ও কাজ করে আসছে এই সংস্থা।
এই সংস্থার গবেষণা ও গবেষণা ভিত্তিক সমাধান সূত্রের শিল্পের ওপর এবং জনগোষ্ঠীর ওপর একটা রূপান্তরমূলক প্রভাব রয়েছে। সংস্থার সদর দপ্তর দিল্লিতে। এছাড়া আঞ্চলিক কেন্দ্র ও ক্যাম্পাস রয়েছে গুরুগ্রাম, বেঙ্গালুরু, গুয়াহাটি, মুম্বই, পানাজি এবং নৈনিতালে। এই সংস্থার সঙ্গে জড়িত রয়েছেন বহু বৈজ্ঞানিক, সমাজবিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ, ইঞ্জিনিয়ার এবং রয়েছে সর্বাধুনিক পরিকাঠামো।

.

আরও তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন

TERI - Aastha Manocha: aastha.manocha@teri.res.in
Edelman - Rakhi Aurora: rakhi.aurora@edelman.com